

**SEMESTER-2**  
**PAPER:CC-3**  
**MODULE-2**

পাঠ প্রণেতা: রাজু চন্দ

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম :

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাস নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় ও সর্বাধুনিক চতুর্দশ শতকে ইতালীয় লেখক বোকাচিও র হাতে প্রথম উপন্যাস ধর্মী রচনার সৃষ্টি হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব। এই উপন্যাসের আলোচনা সূত্রে যার কথা সর্বাত্মে মনে আসে তিনি হলেন বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল তার ছাত্র জীবনেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" এ, এরপর তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখলেন তার প্রথম উপন্যাস "Rajmohan's wife" এবং তারপরেই ফিরে এলেন স্বধারায় বাংলা উপন্যাস রচনায় এবং দেখতে দেখতে উপন্যাস জগতের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন- "বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।..... তাহার সব কয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে। জীবনের গভীর রস ও বিকাশ গুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মর্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোক সম্পাত করা হইয়াছে।..... তিনি জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যের সূর্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই। ইহাই তাহার চরম কৃতিত্ব।"

বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহ:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সাহিত্য জীবনের ২৩ বছরে মোট ১৪ টি উপন্যাস রচনা করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য তার উপন্যাস গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হলো-

উপন্যাসের শ্রেণী ।

১/ ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস

উপন্যাসের নাম প্রকাশকাল

ক) দুর্গেশ নন্দিনী ১৮৬৫ খ্রি:

খ) কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬ খ্রি:

গ) মৃগালিনী ১৮৬৯ খ্রি:

ঘ) যুগলাঙ্গুরীয় ১৮৭৪ খ্রি:

ঙ) চন্দ্রশেখর ১৮৭৫ খ্রি:

চ) রাজসিংহ ১৮৮২ খ্রি:

ছ) সীতারাম ১৮৮৭ খ্রি:

২) গার্হস্থ্যধর্মী সামাজিক উপন্যাস

উপন্যাসের নাম প্রকাশকাল

ক) বিষবৃক্ষ ১৮৭৩ খ্রি:

খ) কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮ খ্রি:

গ) রজনী ১৮৭৭ খ্রি:

৩) দেশাত্মবোধক উপন্যাস

উপন্যাসের নাম প্রকাশকাল

ক) আনন্দমঠ ১৮৮২ খ্রি:

খ) দেবী চৌধুরানী ১৮৮৪ খ্রি:

৪) উপন্যাসিকা

উপন্যাসের নাম প্রকাশকাল

ক) ইন্দिरা ১৮৭৩ খ্রি:

খ) রাধারানী ১৮৮৩ খ্রি:

এবার বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হাত পাকানো যাক --

ক) দুর্গেশনন্দিনী :- বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" ষোড়শ শতকে শেষভাগে উড়িষ্যার অধিকার কে কেন্দ্র করে মোগল ও পাঠানের সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। তবে এই উপন্যাসে সংঘর্ষের পরিবর্তে রোমাঙ্গ প্রধান হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে তিলোত্তমা -জগতসিংহ, আয়েশা-ওসমানের প্রেমের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। স্কটের "Ivonhoe" বা ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময় এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও এটি বঙ্কিমের একান্ত নিজস্ব রোমাঙ্গ ধর্মী উপন্যাস।

খ) কপালকুণ্ডলা :- কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। উপন্যাসের নায়ক নবকুমার সহযাত্রীদের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে নির্জন দ্বীপে প্রত্যাক্ষ্যাত হয়। সেখানে নবকুমার দুষ্ট কাপালিকের হাতে পড়ে। কাপালিক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য নবকুমারকে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তবে উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করে। অধিকারীর নির্দেশে তাদের বিয়ে এবং উপন্যাসের একদম শেষে উভয়ের সলিল সমাধি ঘটে।

গ) মৃগালিনী:- ১৭ জন মুসলমান অশ্বারোহী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু রাজশক্তিকে পর্যদন্ত করেছিল। সেই অসম্ভব ঘটনার অন্তরালে বিশ্বাস ঘাতকতার কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তার "মৃগালিনী" উপন্যাসে। হেমচন্দ্র ও মৃগালিনীর প্রেমের কাহিনী এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেলেও মনোরমা চরিত্রে আমরা অধিক শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাই। সে যেন কপালকুণ্ডলার মতই রহস্যময়ী এক নারী।

ঘ) যুগলাঙ্গুরীয় :- এটি একটি প্রেমের রোমান্টিক বড় গল্প। কাহিনী ও চরিত্র কোন দিক দিয়েই এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ ফোটেনি। কিন্তু বঙ্কিম প্রতিভার বিপুল সম্ভারে এটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

ঙ) চন্দ্রশেখর :- চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দুটি কাহিনী ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। মূল ধারাটি হল প্রতাপ, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর কে নিয়ে এবং গৌণ ধারাটি হলো মীরকাশিম ও দলনী বেগমের কাহিনী। মীরকাশিম ও ইংরেজের বিরোধ এই উপন্যাসের পটভূমি হলেও, মূল কাহিনী যেহেতু কাল্পনিক তাই একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। এতে দলনীর স্বামী প্রেম যেমন আছে "সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভালো।" তেমনি প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসটিকে সজীবতা দান করেছে। বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত থাকার বিষয়টিও এই উপন্যাসে ব্যক্ত করা হয়েছে।

চ) রাজসিংহ :- এটি উপন্যাস জগতে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম নিজেই লিখেছেন "আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। .....এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত্র জাতির সর্বাঙ্গিক সংগ্রামকেই এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন। এই উপন্যাসের মূল কাহিনী চঞ্চল কুমারী রাজসিংহ ও ওরঙ্গজেব কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এখানে ইতিহাস রসের সঙ্গে মানব রসের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

ছ) বিষবৃক্ষ:- বঙ্কিমের আরেকটি অন্যতম গার্হস্থ্য ধর্মী ও সামাজিক উপন্যাস হলো "বিষবৃক্ষ"। যেখানে বঙ্কিম দেখিয়েছেন দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে কিভাবে সংসারের আঙিনাতে বিষবৃক্ষের জন্ম হয়। নগেন্দ্র- সূর্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনী এই উপন্যাসের অন্যতম তিন চরিত্র। তাদের পারস্পরিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শেষে কুন্দনন্দিনীর বিষ খেয়ে মৃত্যু সজাগ পাঠককেও অশ্রু সজল করে তোলে।

ছ) কৃষ্ণকান্তের উইল :- ধনী জমিদার কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারী গোবিন্দলাল এই উপন্যাসের নায়ক। বিধবা রোহিনীর রূপে মুগ্ধ গোবিন্দলাল তার স্ত্রী ভ্রমরকে ত্যাগ করে। ভ্রমর ও রোহিনীর মৃত্যু হলে গোবিন্দলাল নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সোপে দিয়ে তার পূর্বকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। এখানে নীতিবাদী বঙ্কিম জয়লাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জ) রজনী:- রজনী উপন্যাসে অন্ধ ফুলওয়ালি রজনীর সঙ্গে শচীনীর বিবাহ এবং মহাপুরুষের কৃপায় রজনীর দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।

ঝ) আনন্দমঠ:- আনন্দমঠ উপন্যাসটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে "বন্দেমাতরম" সংগীতটি পরে স্বদেশ প্রেমের বীজ মন্ত্র হয়ে উঠেছিল।

ঞ) দেবী চৌধুরানী:- এটি বঙ্কিমের একটি অন্যতম জনপ্রিয় সৃষ্টি। জমিদার হরবল্লভ চৌধুরী তার পুত্র ব্রজেশ্বরের প্রথমা পত্নী প্রফুল্লকে সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে পরিত্যাগ করলে ভাগ্যচক্রে প্রফুল্ল সরদার ভবানী পাঠকের আশ্রয় লাভ করে। কালক্রমে সেই প্রফুল্ল্য দস্যু দলের নেতৃত্ব দিয়ে দেবী চৌধুরানী রূপে পরিচিত হয়।

মূল্যায়ন :- বঙ্কিমের এই সর্বগ্রাসীতাই তাকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে প্রমাণিত করে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয়। উপন্যাসের জন্মলগ্নে তো বটেই, এমনকি আধুনিক যুগেও তার প্রভাব স্ব-মহিমায় বর্তমান। মানব জীবনের অতল অপার রহস্যের প্রতি শেক্সপিয়ারের মতোই তার ছিল সুগভীর অন্তরদৃষ্টি। তিনি সেকাল কিংবা একাল নয়, সর্বকালের মানুষের অন্তরঙ্গ লেখক। কোন কোন সমালোচক বলেছেন - বঙ্কিম যুগ চলে গেছে, বঙ্কিম উপন্যাসের যুগও চলে গেছে। এর উত্তরে ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "এ কথা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য, কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক থেকে নয়; বঙ্কিম সাহিত্যের জনপ্রিয়তা একশ বছর পরেও সমান অটুট আছে।" তিনি যে কালজয়ী ঔপন্যাসিক তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, থাকতেও পারে না।

### সহায়ক গ্রন্থ:

- ১/ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত(৬-৮)- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ২/ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(৩-৪) - সুকুমার সেন।
- ৩/ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা(৩-৪) - ভূদেব চৌধুরী।
- ৪/ কথাসাহিত্য প্রকরণ - দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৫/ সাহিত্য প্রকরণ - হীরেন চট্টোপাধ্যায়।